আজকের কাগজ

তারিখ 12 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বিরোধী দলের আপত্তির মুখে সংসদে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিলের আলোচনা স্থগিত

☐ বিলটির আইনগত ও পদ্ধতিগত ক্রটি পরীক্ষা করে স্পীকার রুলিং দেবেন

কাগজ প্রতিবেদকঃ গতকাল জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল ১৯৯২ নিয়ে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়াতে ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী বিলের ওপর আলোচনা স্থগিত রেখেছেন। ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী বলেছেন, আইগত ও পদ্ধতিগত ক্রটি বিবেচনা করে এ বিষয়ে রুলিং দেয়া হবে।

গতকালের অধিবেশনের শুরুতে আওয়ামী লীগ সাংসদ শেখ সেলিম বিষয়টি ডেপুটি স্পীকারের গোচরে আনেন। তিনি সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকারের "প্রটেকশন" দাবি করেন। আসরের নামাজের বিরতির পর আওয়ামী লীগের ওবায়দুল [illegible] হালদার বলেন, নোটিশে নির্দেশ আছে বিলের জন্যে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ থাকতে হবে। না থাকলে বিলটি অবৈধভাবে ঘোষিত হবে। বিরোধী দলীয় উপনেতা বলেন, সংবিধান ও জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বিলটি ফেরৎ নিয়ে সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিলটি আনা হোক। আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ বলেন, বিলের ক্রটি স্বীকার করে নিয়ে বিলটি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রী পার্টি'র সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, শিক্ষামন্ত্রী ১০ তারিখে বিল নিয়ে আলোচনার সময়ে বলেছেন, বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি আগেই নেয়া হয়েছে তা সত্য নয়। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, অনাস্থা প্রস্তাব মীমাংসা না হওয়ার আগে কোনো বিল আনা যাবে না।

সংসদীয় রীতিনীতি অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাবের আগে নতুন নীতি নির্ধারন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'বিল' আনা সঠিক নয়। জাপার ফজলে রাব্বি বলেন, বিলটি স্ববিরোধী। জাপার এবাদুর রহমান চৌধুরী বলেন, বিলটি অবৈধ। আওয়ামী লীগের জুবেদ আলী বলেন, বিলটি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। বিলটি প্রত্যাহার করে স্পীকারের অনুমতি নিয়ে নতুন করে আনতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী তার জবাবে বলেন, অর্থ সংক্রান্ত বিল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিয়েছেন কিনা তা দেখতে হবে। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সুপারিশ করেছেন ২১/৭/৯২ তারিখে। ৩ আগস্ট বিলটি সংসদে বিবেচনার জন্যে উত্থাপন করা হয়েছে। বিলটিতে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই।

মাগরেবের নামাজের বিরতির পর বাণিজ্য মন্ত্রী এম, কে, আনোয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, বিলটি অর্থ সম্পর্কিত নয় এই বিলে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ না হলেও চলে। ডেপুটি স্পীকার রাশেদ খান মেননকে ফ্লোর দিলে তিনি বলেন, বিলটি নিয়ে সরকারের মন্ত্রিসভার মধ্যে বিতর্ক ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। সরকারের উচিত বিলটি প্রত্যাহার করা। আইন প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অথবা নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত নয়। তিনি বলেন, বিলটি অনাস্থা প্রস্তাব সংসদে আসার আগেই উত্থাপন করা হয়েছে। জাপার মওদুদ আহমদ বলেন, সংসদ সচিবালয়ে নোটিশে বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

এই বিলটির ব্যাপারে কার্যপ্রণালী বিধির ৩১৫ ধারায় বর্ণিত স্পীকারের অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করা ঠিক নয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এই খাতে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী ২১/৭/৯২ তারিখে রাষ্ট্রপতি সুপারিশের ফলেই ডেপুটি স্পীকারের কাছে পাঠান। তিনি পত্রের উল্লেখ করে বলেন, এতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ারও অনুমোদন রয়েছে। ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী বলেন, কার্যপ্রণালী বিধির ৭৫ (২) বিধি বিলটির বিষয়ে যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কি-না তা আলোচিত হয়েছে। বিলটিতে আইনগত ও পদ্ধতিগত ক্রটি বিবেচনা করে রুলিং দেয়া হবে। বিলটির আলোচনা আপাতত স্থগিত করা হল। ডেপুটি স্পীকার ইতিমধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকারকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল ১৯৯২ সংসদে অবিলম্বে বিবেচনার, উত্থাপন করার জন্যে ফ্লোর দেন। স্থানীয় সরকার পক্ষ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আবদুস ছালাম তালুকদার ফ্লোর চাইলে স্পীকার তাকে ফ্লোর দেন, তিনি বলেন যে বিলের উপর আলোচনা চলাকালে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেয়া হবে। তিনি বলেন "আমরা মনে করেছিলাম আপনি সংসদ মুলতবি করবেন যদিও আপনার সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিয়েছি। ডেপুটি স্পিকার শিক্ষামন্ত্রীকে ফ্লোর দিলে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল ১৯৯২ সংসদে উত্থাপন করেন। ৭৭ জন সদস্য বিলের জনমত যাচাইয়ের জন্যে প্রস্তাব করেছেন। ডেপুটি স্পীকার আজ ৯ টা পর্যন্ত সংসদ মুলতবি করেছেন। আজ সকালে সংসদ পুনরায় বসবে।

সংশোধনী

গতকাল আজকের কাগজে প্রথম পাতায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়েছে সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদে তথ্যগত ক্রটি রয়েছে। মূলত, বিলটি পাস হওয়ার পূর্বে বিলে ক্রটি থাকার কারণে সংসদ অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল 'পাস হয়েছে' কথার স্থানে 'অবিলম্বে বিবেচনার জন্যে উত্থাপন করা হয়েছে' কথাটি বসবে।